অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 279-290
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.038

# Keleghai Nadi Ababahikar Bangla Bhasar Bhasatattwik Paryalochana / কেলেঘাই নদী অববাহিকার বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

RABINDRA SHIT / রবীন্দ্র শীট
সহকারী অধ্যাপক ও গবেষক, বাংলা বিভাগ
মেদিনীপুর কলেজ (স্বশাসিত )
Email: rabindra.shit@midnaporecollege.ac.in

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

**Keywords:**

কেলেঘাই নদী,সুক্ষ, দক্ষিণ রাঢ়, সুক্ষক বাঙ্গালা, পারস্পারিক বোধগম্যতা,ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

**Abstract:**

কেলেঘাই নদীটি দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি উল্লেখযোগ্য নদী। উৎস ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত দুধকুণ্ডী গ্রাম। তারপর কেশিয়াড়ি, নারায়ণগড়, সবং, ময়না হয়ে নন্দকুমার থানার অন্তর্গত ট্যাংরাখালিতে নিউ কাঁসাইয়ের উভয় প্রবাহধারা মিলিত হয়ে হলদি নাম নিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। অববাহিকাটি দক্ষিণ পশ্চিম রাঢ়ভূমির অন্তর্গত, যা আসলে ইতিহাসবেত্তারা সুহ্মভূমি বা 'সুহ্মক' নামে উল্লেখ করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায় ১৯৭২ সালে প্রকাশিত 'The Origin and Development of The Bengali Language' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে এবং ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭৩ সালে ঝাড়গ্রাম ষট্ ত্রিংশ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের ভাষাকে 'সুহ্মক ভাষা' নামে চিহ্নিত করেছেন। সুকুমার সেন এই ভাষাকে বলেছেন 'ঝাড়খন্ডী বাংলা', সুধীরকুমার করণ ও জর্জ আব্রাহাম গিয়ার্সন এই ভাষাকে বলেছেন— 'South Western Bengali', সম্প্রতিককালের গবেষক নির্মল বেরা, সুব্রত চক্রবর্তী, শুভাষিস আচার্য প্রমুখেরা সুহ্মক বাংলা, ওড়িয়া ভাষা প্রভাবিত বাংলা বলে উল্লেখ করেছেন। আমার গবেষণা নিবন্ধ 'কেলেঘাই নদী অববাহিকার বাংলা ভাষা'তে ওড়িয়া প্রভাবিত বাংলা ভাষার উদাহরণ মেলে, তেমনি সুহ্মক বাংলা ও ঝাড়খন্ডী বাংলা ভাষা, আদিম নৃ-গোষ্ঠী অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ইত্যাদি ভাষার প্রভাব যথেষ্ট।

আলোচ্য নিবন্ধে কেলেঘাই নদী অববাহিকার বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হবে। এই ভাষায় ব্যবহৃত শব্দে বিরকারীভবন— পমান, পনাম, বত, আদিস্বরলোপ— ফটা, ফটিক, কদা, বিপর্যাস— লেউটা, ঠেঁপা ইতাদি, শব্দান্তে 'ল' ধ্বনি লুপ্ত/ য়/ দীর্ঘ আ-এর প্রয়োগ— কয়া (কলা), জঅ (জল), ব (বল), মূর্ধন্যধ্বনির মূর্ধন্য উচ্চারণ 'ণ' যেমন করণ, রাবণ ইতাদি, 'ঞ' ধ্বনির প্রশস্ত দন্তমূলীয় উচ্চারণ প্রবনতা জাঞি (জানি), কাঞি (কানি) ইতাদি লক্ষিত হয়। বিশেষ্য সর্বনামের বহুবচনে ব্যবহৃত— আমানকার, তমানকার, ছ্যানামনকার, আবার বিশেষ্য শব্দের বহুবচনে— গা, গুয়া, গুয়ি ইত্যাদি বিভক্তিযোগে— বইগা, ছ্যানাগা, জ'গা, জ'গুয়া ইত্যাদি পাচ্ছি। শুধু তাই নয়, এই ভাষা নিত্য বহুবচনার্থক শব্দ— সুমচা, গুয়াক, দমে ইত্যাদিও যথেষ্ট। নি > ঞি প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ রূপ পাচ্ছি— লাইপতাঞি, ধবাঞি ইত্যাদি। সমাস, প্রত্যয়, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ, শব্দদ্বৈত প্রয়োগে স্বাতন্ত্র্য যথেষ্ট। বাক্যগত দিক থেকে গঠনে বিচ্যুতি (Deviation) ছাড়াও নঞর্থক বাক্যে 'যাবনিক' 'খাবনিক' ইতাদি স্বর্থিক 'ক', ঘটমান বর্তমানের বাক্যের ক্রিয়াপদে যাইহ্নি, খাইহ্নি, খাইটি, খাইঠি ইত্যাদি ব্যবহার হতে দেখা যায়। মোটকথা ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত, বাক্যগত পরিবর্তন দেখানোই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য, যার দ্বারা কেলেঘাই নদী অববাহিকার ভাষারূপের পরিচয়টি তুলে ধরা হবে।

**Discussion:**

কেলেঘাই নদীর অববাহিকাটি অখন্ড  মেদিনীপুর( বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা) যা দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চল বা সুহ্মভূমির অন্তর্গত। কেলেঘাই নদীর অববাহিকাটি বর্তমানে তিনটি জেলা জুড়েই অবস্থিত । নদী অববাহিকাটি **২২º০৫'১০"** উত্তর থেকে **২২º২১'০৫"** উত্তর অক্ষাংশ এবং **৮৭º০৫'০৯"**পূর্ব থেকে **৮৭º৫১'০৩"** উত্তর দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। কেলেঘাই নদী অববাহিকাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১০৯ কিলোমিটার । ভিন্ন মতে ১২১ কিমি। বিখ্যাত চন্ডীমঙ্গল কার কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর **'অভয়ামঙ্গল'** কাব্যে **'কাল্যাঘাই'** বলেছেন নদীটিকে  । তিনি লিখেছেন-

**" সঙ্গে কাল্যাঘাই           চলিলা মহানই**
**সুবর্ণরেখা লইআ ।"**[১]

কালুন্দী বা কালন্দি থেকে কালিয়াঘাই বা কেলেঘাই  পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে উৎপন্ন হওয়া এক নদী ।ঝাড়গ্রাম জেলায় দক্ষিণ-পূর্ব ঝাড়গ্রাম ও সাঁকরাইল থানার সীমান্তে অবস্থিত দুধকুণ্ডি গ্রাম পঞ্চায়েত ।  নদীর নামকরণ নিয়ে প্রচলিত মিথ এই , দুধকুন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাদিনাগ্রামের কালিন্দী ঠাকুরের স্থানের কাছের এক প্রস্রবণ থেকে এই নদীর উৎপত্তি হয়েছিল, কারও মতে কালিন্দী ঠাকুরের স্থানের কাছে জলা থেকে এই নদীটির উৎপত্তি হয়েছিল ।  লোধাদের পূজিত দেবতা হলেন কালুন্দি বা কালিন্দী ঠাকুর । বিখ্যাত গবেষক তারাপদ সাঁতরা লিখেছেন -

" এর উৎপত্তিস্থল ঝাড়গ্রাম থানার গোলবন্দীর কাছে এক জঙ্গলময় টিলার উপরে নির্গত এক ঝর্ণাধারা থেকে "[২]

ঝাড়গ্রাম ব্লক থেকে প্রবাহিত হয়ে কেশিয়াড়ি ব্লকের উত্তর সীমানা বরাবর দক্ষিণ মুখী প্রবাহিত হয়ে নারায়ণগড় ব্লকে প্রবেশ করেছে । নারায়ণ গড়ে উল্লেখযোগ্য দুটি সেতু পোক্তপুল রেলব্রিজ এবং বাখরাবাদ রোডব্রিজ অতিক্রম করে এঁকেবেঁকে এসে দেহাটির কাছে সবং ব্লকে প্রবেশ করেছে । এরপর বামদিকে সবং এবং ডানদিকে পটাশপুর রেখে দুই মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে গিয়ে ভগবানপুর ১নং ব্লকে প্রবেশ করেছে । ডানদিকে রয়েছে পটাশপুর ১নং মৌজা গুলি এবং বামদিকে সবং ব্লকের দেহাটি মশাগ্রাম ,খাউখাণ্ডা, কোলন্দা, কোপ্তিপুর,

চকআব্দুল্লা, রাউতারাবাড়ী ,বাঙ্গালদাড়ি ,নিধুয়া, ধামসাই ,খড়িকা চাউলকুড়ি ,পাকুড়িয়া শ্যামকিশোর , আন্দুলিয়া ,মাশুমপুর ,লছমিচক, শালমারা মৌজা এবং এরপর সবং এর দাসপুর ও নেজিবেড়ি মৌজার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে । তারপর ডানদিকে ভগবানপুর ১নং ব্লক এবং বামদিকে সবং ব্লক এর মঙ্গরাজপুর জগন্নাথচক ও মকরামিচকের কাছে বামদিকে সরে এসে আবার কালিকাদহচড়া, শিউলিপুর হয়ে নিমকি মোহাড় দিয়ে সবং থেকে নির্গত হয়েছে । এখন থেকে বাম দিকে ময়না ও ডানদিকে ভগবানপুর ১নং ব্লকের সীমানা নির্ণায়ক হিসেবে প্রবাহিত হয়ে ঢেউ ভাঙ্গার কাছে বামদিকে ময়না ব্লকের নারকেলদা মৌজা ও ডানদিকে নন্দকুমার ব্লকের ট্যাংরাখালিতে কেলেঘাই এর প্রবাহ ও নিউ কাঁসাইয়ের প্রবাহ মিলে হলদি নদী নাম ধারণ করে হুগলি নদীতে মিলিত হয়েছে। পরে হুগলী নদী বঙ্গোপসাগর মিশে গেছে। নদীটি হলদি নদীতে মিলিত হওয়ার আগে পর্যন্ত অংশটি ট্যাংরাখালি ।[৩] ও ম্যালিও বলেছেন-

" The Tingercolly river of Rennell, which was joined at Tingercolly by the stream of Tamluk may be identified with the modern Haldi. "[8]

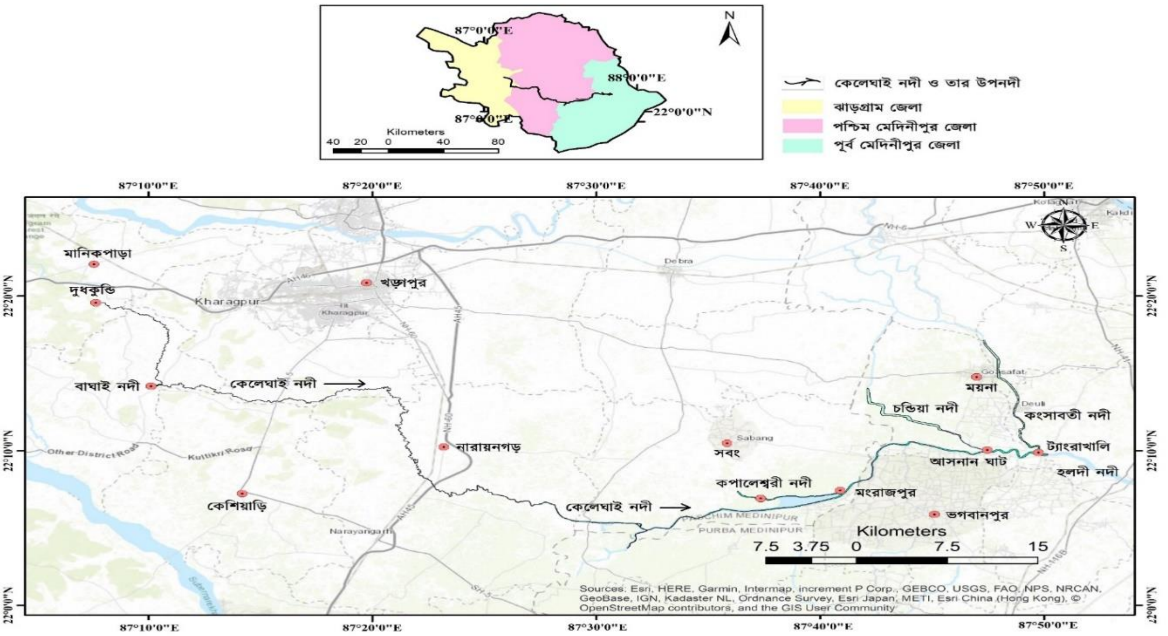


**কেলেঘাই নদী অববাহিকা**

কেলেঘাই নদী অববাহিকার দক্ষিন-পশ্চিম রাঢ়ভূমির অন্তর্গত ,যা আসলে ইতিহাসবেত্তারা সুহ্মভূমি বা **'সুহ্মক'** নামে উল্লেখ করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায় ১৯৭২ সালে প্রকাশিত 'The Origin and Development of The Bengali Language ' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে এবং ১৩ই এপ্রিল ,১৯৭৩ সালে ঝাড়গ্রাম ষট্ ত্রিংশ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের ভাষাকে **'সুহ্মক ভাষা'** নামে চিহ্নিত করেছেন। ১৯৭৩ সাথে প্রথম প্রকাশিত 'বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে'গ্রন্থে **'সুহ্মক বাঙ্গলা'** শীর্ষক প্রবন্ধে এই ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের আলোকপাত করে লিখেছেন---

**"ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ডে, স্বল্প সংখ্যক জনের মধ্যে সীমায়িত বাঙ্গলার এই উপভাষাটির কতগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং মনে হয়, এই উপভাষা স্বতন্ত্রভাবেই উদ্ভূত হইয়াছে - একদিকে বাঙ্গলা -অসমীয়া , অন্যদিকে উড়িয়া ,এই দুইয়ের একটিরও অন্তর্ভুক্ত ইহাকে বলা যায় না। মেদিনীপুরের এই স্বতন্ত্রভাষার কোনও প্রতিষ্ঠিত**

.

**নাম নেই। পূর্বভারতের প্রাচীন ভৌগোলিক সংস্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বাঙ্গলার এই উপভাষাকে 'সুক্ষ্ম' অর্থাত্ দক্ষিণ রাঢ়ের সঙ্গে যোগ রাখিয়া সুক্ষ্মদেশীয়, অথবা সুক্ষ্মক-বাঙ্গলা' এই নাম দিয়া ইহার স্বতন্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা করা যায়। জিজ্ঞাস্য -এই দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গলা'র কেন্দ্রস্থল 'সবং' অঞ্চল এই নামের মধ্যে কি 'সুক্ষ্ম' শব্দ লুকাইয়া আছে ? সুক্ষ্ম = সব্ ভ ; সুক্ষ্মাঙ্গ = সুব্ ভঙ্গ, পরে সোবঙ্গ, সবং?"[৫]**

স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সনের 'Linguistics Servey of India' গ্রন্থে এই অঞ্চলের ভাষাকে বলেছেন ' South Western Bengali' বা **'দক্ষিণ -পশ্চিম বাংলা** । সুকুমার সেন ও ধীরেন্দ্রনাথ সাহা প্রমুখ এই ভাষাকে বলেছেন 'ঝাড়খণ্ডী বাংলা', সুধীরকুমার করণ ও জর্জ আব্রাহাম গিয়ার্সন এই ভাষাকে বলেছেন— 'South Western Bengali', সম্প্রতিককালের গবেষক নির্মল বেরা, সুব্রত চক্রবর্তী, শুভাশিস আচার্য প্রমুখেরা সুক্ষক বাংলা, ওড়িয়া ভাষা প্রভাবিত বাংলা বলে উল্লেখ করেছেন।সুধীর কুমার করণ 'South Western Bengali' বাংলা ও ওড়িয়ার মিশ্ররূপ লক্ষ করে লিখেছেন-----"It is not, however,a true dialect. It is a mechanism mixture of corrupt Bengali and corrupt Oriya--A man will begin a sentence in Oriya, drop into Bengali in its middle, and go back to Oria at its end"[৬]

কেলেঘাই নদী অববাহিকার একটি বিভাষিক এলাকা(Sub-dialectic aria) I রাঢ় অঞ্চলের সুক্ষক প্রদেশটি ওড়িশার অংশ ছিলো । স্বাধীনতার পর পূর্ব মেদিনীপুর,এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা, সবং, নরায়ণগড়কে প্রভৃতি অঞ্চলকে ওড়িষ্যার অংশ বলে দাবি করা হল তার কারণ ময়না, পিংলা, সবং,নারয়ণগড়ের বাংলা ভাষায় ওড়িয়া ভাষার উত্তরাধিকার বেশি। ভাঙা ভাঙা ওড়িয়া । আবার পুরোপুরি ওড়িয়া ভাষা না। আরার মান্য বাংলার সঙ্গে এই ভাষার পারস্পরিক বোধগম্যতা( Mutual Intelligibility) রয়েছে।[৭] বাংলা ভাষা থেকে আদৌ বিছিন্ন না। সমাজভাষাবিজ্ঞানী চার্লস হকেট "ভাষার পারস্পারিক বোধগম্যতা"র কথা বলেছিলেন। উপভাষাগুলির মধ্য পারস্পারিক বোধগম্যতা প্রাকৃতিক (Natural) । ভাষার পারস্পারিক বোধগম্যতা না থাকলে সেই ভাষা স্বতন্ত্র্য একটি ভাষা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভাষা **'সুক্ষক বাংলা'** ভাষা, এই ভাষায় যেমন ওড়িয়া ভাষার উত্তরাধিকার বেশী তেমনি অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, তৎসম শব্দ ,অর্ধতৎসম শব্দ হিন্দি,ভোটবর্মী, প্রাদেশিক ,দেশি বিদেশি শব্দের প্রাচুর্য অপ্রতুল না। বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা মিশ্র ভাষা বা সংকর ভাষা । এই সংকরায়ণ ভাষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রকৃতিগত(Natural)। এ সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন -

**" ভাষাতত্ত্বেও উৎকট আর্য্যামি বিদ্যমান । তবে সৌভাগ্যের বিষয় সেটা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে । প্রাকৃতকে এখন অনেকেই মানছেন বাংলা ভাষাটা যে অনার্য ভাষা ছাচে ঢালা বাংলা ভাষা সেটাও ক্রমে ক্রমে লোকে মানবে । আর্য্যামি যতদিন বাধা হয়ে থাকবে, ততদিন বাংলার ঠিক স্বরূপটি আমাদের বের করা কঠিন হবে ।"[৮]**

একথা একশো শতাংশ সত্য বলেই মনে হয়। বাংলা ভাষা তথাকথিত অনেক ভাষার শব্দভাণ্ডারকে আত্তীকরণ করে পথ চলেছে ।

**ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (Phonological Feartures ) :**

ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics) আলোচনার ক্ষেত্রে Phonetics (ধ্বনিবিজ্ঞান/উচ্চারণতত্ত্ব) এবং Phonology (ধ্বনিতত্ত্ব) নামগুলি বেশ পরিচিত । ভাষার ধ্বনির উচ্চারণের নিয়মকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে উচ্চারণ তত্ত্ব বা Phonetics । ধ্বনিতত্ত্ব (phonology)-র সম্পর্কে ভাষাচার্য লিখেছেন -

**"ভাষার ধ্বনি সম্পর্কিত নিয়ম অবলম্বন করিয়া ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব(phonology)। ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় : ভাষার ধ্বনি গুলির উচ্চারণ ,ধ্বনিগুলি ক্রিয়া, ভদ্র এবং সৃষ্ট সামাজে প্রচলিত উচ্চারণবিধি, ছন্দোবিধি এবং**

**লেখবার সময়ে শুদ্ধ বর্ণ বিন্যাস ও যতিচ্ছেদের নিয়ম ।"[৯]**

এই Phonetics-এর 'Phone or speech sound '(স্বন্/ধ্বনি) শব্দটি এসেছে গ্রীক  শব্দ 'fonetikos' থেকে এসেছে যার বাংলা অর্থ 'ধ্বনি'। যে কোনো ভাষার মুখ্য উপাদান ও ক্ষুদ্রতম একক  ধ্বনি। মানুষের বাগযন্ত্রের স্বতস্ফূর্ত প্রয়াসে উচ্চারিত আওয়াজকেই ধ্বনি বা স্বন্ (speech sound) বলে । ধ্বনি বলতে বোঝায় বাগধ্বনি । বাগধ্বনি (speech Sound)সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন -

"A speech sound is 'a sound of defined acoustic quality produced by the organs of speech. A given speech sounds incapable of Variation."[১০]

মানুষের বাগযন্ত্রের স্বতস্ফূর্ত প্রয়াসে উচ্চারিত আওয়াজকেই **ধ্বনি বা বাগধ্বনি বা স্বন্** (phone or speech sound) বলে।  যেমন - অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি উচ্চারণটুকুই ধ্বনি।

ধ্বনির উচ্চারণের বৈচিত্র্য অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয় এবং তা পৃথিবীর সমস্ত ভাষাতেই লক্ষিত হয় ।একই বাক্ সম্প্রদায়ের (Speech Community )র অন্তর্গত ভাষা ভৌগোলিক স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে যখন (ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক এবং শব্দার্থতাত্ত্বিক)রূপান্তরিত ও পরিবর্ততীত হয়ে উচ্চারিত হয়  মানুষের মৌখিক ভাষায় তখন তাকে **উপভাষা(Dialect)** বলে চিহ্নিত করতে পারি । আবার, সেই উপভাষা(Dialect ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল বিশেষে যখন (ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক এবং শব্দার্থতাত্ত্বিক) পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে উচ্চারিত হয় তখন গড়ে ওঠে তার বিভাষা **(Sub-dialect)**-র স্বরূপটি । আবার ব্যক্তি বিশেষের ভাষার নিজস্ব পরিবর্তনে ও রূপান্তরের উচ্চারনের ধারনা থেকে গড়ে উঠে **নিভাষা বা নিজ ভাষা(Idiolect)** -র স্বরূপটি । কাজেই, যেকোনো ভাষার **ভাষা পিরামিড (Language Pyramid)** গঠিত হতে পারে নিম্নলিখিত রেখচিত্রে -

**ভাষা (মান্য ভাষা)** --------------------- **সর্বোচ্চ স্তর**

↓ (Standard Colloqual language )

**উপভাষা** --------------------------- **আঞ্চলিক স্তর**

(Dialect)

↓

**বিভাষা** ------------------------- **সামাজিক স্তর**

(Sub-Dialect}

↓

**নিভাষা** ------------------------------ **ব্যক্তিক স্তর**

(Idiolect)

ভাষার মধ্যে ধ্বনিগত , রূপগত ও বাক্যগত পরিবর্তন প্রতিনিয়ত বিবর্তন ধারায় চলতে থাকে।  এই পরিবর্তন যখন ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলে তখন তাকে Phonetic Law হিসেবে নির্দেশ করা চলে। ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষা ভাষা সূত্রের 'Law and Tendency' দিয়ে  ভাষাগুলিকে ব্যাখ্যা করেন। সেই সূত্র গুলি কখনো নিয়মিত (Regular) এবং কখনো অনিয়মিত (Irregular) । সবকিছু কক্ষেত্রেই ধ্বনিগত পরিবর্তনকে বিধিবদ্ধ নিয়মে একই সূত্রে বেঁধে ফেলা চলে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কিছু নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে।[১১] এই কারণে প্রখ্যাত ভাষাবিদ Tucker -এর অভিমত-

"A Phonetic law of a language is a statement of the regular practice of the language at a particular time in the regard to the treatment of a particular sound or a group of sounds in a particular setting."[১২]

এই সূত্রধরে **কেলেঘাই নদী অববাহিকার বাংলা ভাষা (সংক্ষপে কে.ন. অ. বা.ভা** )-র বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা যেতে পারে ।

**১.** কেলেঘাই নদী অববাহিকার বাংলা ভাষায় অর্ধসংবৃত 'ও'[o] স্বরধ্বনি ঝাড়খন্ডী উপভাষার মত অর্ধ বিবৃত 'অ'[ɔ]স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় । যথা -

| মান্য চলিত বাংলা | | কেলেঘাই নদীর অববাহিকার বাংলা ভাষা |
|---|---|---|
| রোগা | > | রগা |
| গোটা | > | গটা |
| মোটা | > | মটা |
| দোকান | > | দকান |
| তোমার | > | তমার |
| গোড়া | > | গড়া |
| ফোটা | > | ফটা |

**২. অর্ধসংবৃত অ :**

কখনো কখনো মান্য চলিত বাংলা ভাষা (standard Colloquial Bengali Language) র মতো অর্ধসংবৃত 'অ' ( ) স্বরধ্বনি বিবৃত উচ্চারণ 'ও' -(o) আবার কখনো উচ্চারণ 'ঐ' (oi)- কার হয় এই অববাহিকার বাংলা ভাষায় ।[১৩] যেমন -

| মান্য চলিত বাংলা | | কেলেঘাই নদীর অববাহিকার বাংলা ভাষা |
|---|---|---|
| অন্যরকম | > | ঐন্নরকম |
| অন্য ঘরে | > | ওন্নোঘরে |

**৩. আদ্যস্থিত 'ও' :**

কামরূপি বা রাজবংশী উপভাষার মতে কখনো কখনো শব্দের আদ্যস্থিত 'ও'/o/ধ্বনি 'উ'/u/ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় কেলেঘাই নদী অববাহিকার বাংলা ভাষাতে । যথা -

| মা. চ. বা. | | কে. ন. অ. বা. ভা. | কে. ন. অ. বা. ভা | মা. চ. বা. |
|---|---|---|---|---|
| কোন্ | > | কুন্ - | কুন্ জিগা গেছলু? | কোন জায়গায় গিয়েছিলি ? |
| তোমার | > | তুমার - | তুমার ঘরে কী করহ্‌ ? | তোমার ঘরে কী করছো ? |

**৪. অল্পপ্রানীভবন :**

আবার রাঢ়ি উপভাষার মতো শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত(Tress) থাকলে শব্দের অন্তে অবস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনি ক্ষীণ হয়ে অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় । যেমন-

| মা. চ. বা. | | কে. ন. অ. বা. ভা |
|---|---|---|
| দুধ | > | দুদ্ |
| মাছ | > | মাচ্ |
| মাঘ | > | মাগ |
| বাঘ | > | বাগ |
| রাঁধা | > | রাঁদা |

.

| | |
|---|---|
| গ্রন্থি | > গাঁঠি |

**৫. ন ও ল ধ্বনির বিপর্যয় :**

রাঢ়ি উপভাষার মাতো শব্দের আদিতে অবস্থিত **'ল'** ধ্বনির প্রায়শই **'ন'** রূপে উচ্চারিত হয় । যেমন -

| **মা. চ. বা.** | **কে. ন. অ. বা. ভা** |
|---|---|
| লেবু | > নেবু |
| লেবু | > নেবু |
| লবন | > নুন |

আবার দ্রুত উচ্চারণ প্রবনতা হেতু শব্দের আদ্যস্থিত 'ন' ধ্বনি, 'ল' কারে পরিনত হয়ে ঝাড়খণ্ডী উপভাষার মতো।যা এই নদী অববাহিকার ভাষার উল্লেখযোগ্য ভাষাবৈশিষ্ট্য ।যেমন -

| **মা. চ. বা.** | **কে. ন. অ. বা. ভা** |
|---|---|
| নাতি | > লাতি |
| নাড়ি | > লাইড় / লাই |
| নাপিত | > লাপিত |
| নৌকা | > লৌকা |
| নাইলন | > লাইলেন |
| নেব | > লিব |
| নীল | > লীল |

**৬. ম ও ব ধ্বনির বিপর্যাস :**

ঝাড়খণ্ডী উপভাষার মতো কেলেঘাই নদী অববাহিকার বাংলা ভাষাতে 'ব' এবং 'ম' ধ্বনির বিপর্যাস ঘটে দ্রুত উচ্চারণ জনিত কারণে । যেমন –

| **মা. চ. বা.** | **কে. ন. অ. বা. ভা** |
|---|---|
| রামায়ণ | > রাবায়ণ |
| যমুনা | > যবুনা |

**৭. নাসিক্যীভবন :**

নদী অববাহিকার বাংলা ভাষা দিয়ে যেখানে শব্দ মধ্যস্থ নাসিক্যধ্বনি লুপ্ত হয়েছে সেখানে প্রতিপূরণ দীর্ঘ ভবনের ফলে হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে এবং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আনুনাসিক করেছে অর্থাৎ নব্য ভারতীয় আর্যভাষা, মানচলিত ভাষা এবং রাঢ়ী উপভাষার মতো নাসিক্যভবন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । যেমন -

| **মা. চ. বা.** | **কে. ন. অ. বা. ভা** | **মা. চ. বা.** | **কে. ন. অ. বা. ভা** |
|---|---|---|---|
| পঞ্চ | > পাঁচ | বংশ | > বাঁশ |
| চন্দ্র | > চাঁদ | হংস | > হাঁস |
| অঙ্ক | > আঁক | দন্ত | > দাঁত |
| পঙ্ক | > পাঁক | আমিষ | > আঁইশ ইত্যাদি |

।আবার যেখানে শব্দ মধ্যস্থ নাসিক্যধ্বনি নেই সেখানে উচ্চারণ সৌকর্য্যের কারণে বা দ্রুত উচ্চারণের কারণে **স্বতোনাসিক্যীভবন** ঘটেছে । যথা -

| **মা. চ. বা.** | **কে. ন. অ. বা. ভা** |
|---|---|
| হাসপাতাল | > হাঁসপাতাল |
| গাথা | > গাঁথা |

.

| | | |
|---|---|---|
| আটা | > | আঁটা |
| জটা | > | জঁটা |

তবে ঝাড়খণ্ডী ভাষাতে স্বতোনাসিক্যীভবন প্রবণতা যতটা বেশি, কেলেঘাই নদী অববাহিকার বাংলা ভাষাতে এই প্রবণতা অনেকটা কম ।

**৮. স্বরভক্তি /বিপ্রকর্ষ /মধ্যস্বরাগম :**

কেলেঘাই নদী অববাহিকার বাংলা ভাষাতে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বা মধ্যস্বরাগম প্রবনতা লক্ষিত হয় রাঢ়ি উপভাষার মতো । বিশেষত পিংলা, সবং, ময়না, নারায়নগড় প্রভৃতি কেলেঘাই নদী অববাহিকার মানুষের মৌখিক কথ্যভাষাতে। যথা -

| মা. চ. বা. | কে. ন. অ. বা. ভা |
|---|---|
| গ্রাম | > গেরাম |
| শ্লোক | > শোলোক |
| পর্ব | > পরব |
| শ্রী | > ছিরি |
| ত্রিপল | > তিরপ |
| ভ্রু | > ভুরু |
| প্রীতি | > পিরিত |

**৯. বি-রকারীভবন :**

শব্দের আদিতে রফলা থাকলে সরলীভবনের ফলে সেই র-ফলা লুপ্ত হয়। যথা -

| মা. চ. বা. | | কে. ন. অ. বা. ভা |
|---|---|---|
| প্রসাদ | > | পসাদ |
| প্রমান | > | পমান |
| প্রনাম | > | পনাম |

**১০. স্বরসঙ্গতিহীনতা :**

স্বরসঙ্গতিহীনতা এই নদী অববাহিকার ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যথা - মূলা ,পূজা ,ধূলা ,খুড়া ,কুলা

**১১. ধ্বনিবিপর্যয় বর্ণব্যত্যয় বা স্থিতিপরিবৃত্তি:**

দ্রুত উচ্চারণ প্রবনতা এবং শ্রুতিপ্রমাদজনিত কারণে ধ্বনিবিপর্যয় বর্ণব্যত্যয় বা স্থিতিপরিবৃত্তি কেলেঘাই নদী অববাহিকার বাংলা ভাষা বৈশিষ্ট্যকে স্বাতন্ত্র্য করেছে । যথা –

| মা. চ. বা. | কে. ন. অ. বা. ভা |
|---|---|
| ফোঁটা | > ঠঁপা - ভাইঠঁপা, জ'ঠঁপা, লক্ষীঠঁপা ইতাদি |
| উল্টা | > লেউটা - ধানের তিরপোটা লেউটা, বইয়ের পিস্টা লেউটা। |
| বীমার | > বেরাম - তনকার বেরাম হচে, অত কথা কউচু! |

**১২. সরলীভূত ব্যঞ্জনের পূর্বস্বর হ্রস্ব :**

এই নদী অববাহিকার ভাষাতে সরলীভূত ব্যঞ্জনের পূর্বস্বর দীর্ঘ হয় না । যেমন -

| মা. চ. বা. | কে. ন. অ. বা. ভা |
|---|---|
| সতর্ক | > সঁতর |
| লম্ব | > লম |

.

**১৩. ন>প্রসস্থ দন্তমূলীয় 'ঞ' তে পরিবর্তন :**

দন্ত্যমূলীয় ধ্বনি 'ন' কেলেঘাই নদী আববাহিকার বাংলা বাংলায় প্রশস্থ দন্ত্যমূলীয় 'ঞ'তে পরিনত হয়।  যথা –

| মা. চ. বা. | কে. ন. অ. বা. ভা |
|---|---|
| আমরা জানি | > মন্নে জাঞি ? |
| তোমরা জান | > তমান্নে জাঞ? |
| আমি জানি | > আমি জাঞি। |
| ভোলা সেইটা জানে | > ভলা সেট্যা জাঞে। |

**রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (Morphological Features):**

'Morphology ' কথাটি সাধারণত প্রথম প্রয়োগ উনিশ শতকে জৈবিক প্রেক্ষাপটে । প্রয়োগ করেন জার্মান কবি, দার্শনিক, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক গ্যেটে ।'Morphology ' শব্দটি গ্রিক শব্দ থেকে আগত । 'Morph ' এর অর্থ 'shape'বা 'form' ।[১৬] 'Morph ' এর বাংলা অর্থ 'রূপ' । রূপ বলতে বিভক্তিযুক্ত পদের রূপটিই আমাদের মনে ভেসে ওঠে । 'রূপ' অর্থে সাধারণভাবে ধ্বনি গঠিত রূপ বা 'form' । অর্থাৎ শব্দের বাহ্যিক কাঠামো । 'Morphology 'র বাংলা ভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষা 'রূপতত্ত্ব' । 'Morphology 'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভাষাতত্ত্বিক লিখেছেন -

"in linguistics morphology refers to the mental system involved in word information or to the branch of linguistics that deals with words, their internal structure, and how they are formed. "[১৭]

ড. রামেশ্বর শ এ বিষয়ে লিখেছেন -

**" বাক্যে ব্যবহৃত হলে বিভিন্ন শব্দের যে রূপপরিবর্তন হয় তা ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে বলে রূপতত্ত্ব (Morphology) "[১৮]**

এইসব সংজ্ঞাগুলিকে একত্রিত করে মোটামুটি ভাবে বলা যায় ,ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের গঠন রূপ, যেমন -লিঙ্গ (Gender) ,বচন (number) পুরুষ(person), কারক ও বিভক্তি (Case - ending) ক্রিয়ার কাল(Tense) ,ভাব (Mood) ,প্রত্যয়(formative Affixes) সমাস(Compounds), বিভিন্ন প্রকার পদের গঠন  ইত্যাদির রূপবৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকেই Morphology বা রূপতত্ত্ব বলে । সাধারণভাবে আমরা জানি একাধিক ধ্বনি মিলিত হয়ে ধ্বনির  অর্থপূর্ণ যে একক তৈরি হয় তাই হল শব্দ (word) । মোটামুটি ভাবে শব্দেরই বিভিন্ন দিক তার গঠন শ্রেণিবিভাগ এবং রূপ-বৈচিত্র্য সাধনের বিভিন্ন উপকরণ (প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি) হল রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় । কেলেঘাই  নদী অববাহিকার  বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি (Morphological Features ) আলোচিত হল -

১. বিশেষ্যপদের বহুবচন গঠিত হয় 'মনকার' বিভক্তিযোগে । যেমন -

ছেলেদের >ছ্যানামনকার ।

মেয়েদের > ম্যায়ামনকার।

সর্বনামের বহুবচন গঠিত হয় 'কার' বিভক্তিযোগে। যথা -

আমাদের > আমানকার

তোমাদের > তমানকার

তাদের > তানকার

.

২. রা, গুলা, গুলি, গুলো পরিবর্তে গুয়া,গুয়ি ,গা - এর প্রয়োগে বহুবচন গঠিত হয় প্রানীবাচক ও অপ্রাণিবাচক সর্বক্ষেত্রে । যেমন –

মানুষগুলো >মাউসগুয়া

মাছগুলি >মাচগুয়া

এইগুলি > এউগুয়া

ছেলেগুলি > ছ্যানাগা

মেয়েগুলি > ম্যায়্যাগা

গাছগুলি > গাছগা

৩. ঘটমান বর্তমান কলের উত্তমপুরুষ ক্রিয়াপদের বিভক্তি হ্রি /ঢি /ঠি। যেমন -

আমি যাইহ্রি/যাইঢি/যাইঠি (আমি যাচ্ছ । )

আমান্নে যাইহ্রি /যাইঢি /যাইঠি (আমরা যাচ্ছি)।

৪. ঘটমান বর্তমানকালে মধ্যমপুরুষ ক্রিয়াপদের বিভক্তি হ্র/ঢি/ঠ । যেমন -

তুমি খাহ্র /খাঢ /খাঠ  (তুমি খাচ্ছ? )।

তমান্নে খাহ্র /খাঢ/খাঠ (তোমরা খাচ্ছ) ।

৫. ঘটমান বর্তমানকালে মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থে ক্রিয়াপদের বিভক্তি হ্রু/ঢু/ঠু ।

তুই পড়ুহ্রু? (তুই পড়ছিস্? )

তন্নে পড়ুঠু (তোরা পড়ছিস্?)

৬. ঈ, ঞি, প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ তৈরি হয়। যথা -

**পুং    স্ত্রী**

মাউসা - মাউসী

পিসা - পিসী

মামা - মামী

খুড়া - খুড়ী

৭. ভিন্ন শব্দ বসিয়ে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ :

| **পুং** | **স্ত্রী** |
|---|---|
| ভাতার | মাউগ |
| জামাই | ঝি |
| পুদ্রা (ভাইপো/) | ঝিয়ারি (ভাইঝি /বোনঝি) |
| বদা( পাঁঠা) | ধাড়ী |

৮. নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ :

নম্বরী (অতি চালাক)

ছোটকি (ছোটবউ)

৯.ধ্বন্যাত্মক ও শব্দদ্বৈতের প্রচুর প্রয়োগ -

গজর গজর, ফ্যাচর-ফ্যাচর, হ্যাজর হ্যাজর, ফটর -ফটর ,কুটুর -কুটুর , ইত্যাদি ধ্বন্যাত্মক শব্দ ।

প্রয়োগ - সারা বিকা(বিকাল) ফ্যাচর-ফ্যাচর (বারবার বলা)করুহ্রু ।

নরমা -নরমা, গরমা -গরমী, ইতাদি ।

সতেজ অর্থে - গরমা গরমী ভাত খাব চল্যাস।

.

১০. সমাসবহুল পদের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়।  যথা -

পান- দকান = পানের দোকান = সম্বন্ধ তৎপুরুষ ।

খবর- কাগজ = খবরের কাগজ =সম্বন্ধ তৎপুরুষ ।

বারভাতারি = বার ভাতার (স্বামী) যার = বহুব্রীহি সমাস।

মুপুড়া = মু(মুখ) পুড়েছে যাঁর =বহুব্রীহি সমাস।

পড়ামুয়া = পড়া (পোড়া) মু (মুখ) যাঁর = বহুব্রীহি সমাস।

আটকা = আট কা(কাল)এর সমাহার = দ্বিগু সমাস।

**বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য** (Syntactic Features) **:**

ইংরেজি 'Syntax' কথাটি  বাংলা পরিভাষা 'বাক্যতত্ত্ব'। 'Syntax'শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'Syntaxis' থেকে, যার অর্থ 'একত্র বিন্যাস' । কথাটি প্রথম প্রয়োগ করেন ভাষাবিজ্ঞানী দিওনুসিওস থাক্স। বাক্যমধ্যে পদ বিশ্লেষণের তত্ত্বই বাক্যতত্ত্ব।  বাক্যের সংজ্ঞা হিসেবে ভাষাতাত্ত্বিক লিখেছেন -

**"যে পদ বা শব্দসমষ্টির দ্বারা কোনোও বিষয়ে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণ -রূপে প্রকটিত হয় সেই পদ্ বা শব্দসমষ্টিকে বাক্য(sentence) বলে।** "[১৯]

নোয়াম চমস্কি অবশ্য বাক্য বলতে পদগুচ্ছ সংগঠনকে বুঝিয়েছেন। বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ ও ক্রিয়াগুচ্ছের সমবায়ে বাক্য গড়ে ওঠে। তাঁর এই অভিমত পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র(Phrase structure Rules) নামে পরিচিত । কেলেঘাই নদী অববাহিকার বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য গুলি মোটামুটি এরকম -

১. প্রশ্নবোধক হ্যাঁ বা না উত্তর প্রকাশক বাক্যে স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় । যথা -

যাব নি ক ( যাব না )?

খাব নি ক (খাব না)?

বলব নি ক (বলব না)?

২. আলংকারিক অব্যয় 'তো' পরিবর্তে ক্রিয়াপদের শেষে 'ত' প্রত্যয়যোগে প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি হয়।  যেমন -

মন্নে যাইহ্নি /যাইঢি ত ( আমরা যাচ্ছি তো) ?

তমান্নে খাব ত (তোমরা খাবে তো)?

৩. জটিল বাক্য গঠনে মান্য বাংলার মতো সাপেক্ষ অব্যয় যোগে গঠিত হয়।  তবে এই সাপেক্ষ অব্যয় এই অববাহিকার ভাষায় স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন বিদ্যমান। যথা - য্যাদবা - স্যাদবা (যেইসময় -সেইসময়)

বাক্য - মোকে য্যাদবা কইবি ত্যাদবা যাইহ্নি।

৪.অনেক সময় সংযোজক অব্যয় ছাড়াই বা অনুক্ত রেখেই যৌগিক বাক্য গঠিত হয়।  যথা -

"ছ্যানাটাকে কতকইরা কইলি, অ্যাকটা কথাও শুঁঞেনি ।

রথ দেখতে যাউন্থু, ভাইকে সঙ্গে লেজা, লিয়া ল না।

৫. বিস্ময়বোধক বাক্য প্রকাশে বিস্ময়বোধক শব্দপ্রয়োগে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়।  যথা –

কি কউ! লোকটা মইরাছে।

অ-পা! থাম না।

আ-ধূর -আ! ওউ কথা কইছলি।

.

290 | *Abhisaron, Vol. 1, Issue II, July, 2026*

**Conclusion:**

এই নদী অববাহিকার বাংলা ভাষা যেমন ঝাড়খন্ডী, রাঢ়ি,বাঙ্গালি, কামরূপী ইত্যাদি ভাষার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বহন করে চলেছে তেমনি এই ভাষায় ওড়িয়া ও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা সাঁওতালি, ওঁরাওর আদরি, কুই ইত্যাদি ভাষার বৈশিষ্ট্য আত্তীকরণ করে তার কলেবরকে ক্রমাগতই সমৃদ্ধ করে তুলেছে ।

**Reference:**

1. চন্ডীমঙ্গল, সম্পা সুকুমার সেন, সাহিত্য অকাডেমি,কলকাতা, চতুর্থ মূদ্রণ, ২০০১,পৃ-৭৫ ।
2. তাঁরাপদ সাঁতরা, মেদিনীপুরের সংস্কৃতি ও লোকসমাজ, কৌশিক প্রকাশনি, বাগনান, ১৯৮৭,পৃ-১৩ ।
3. গৌতমকুমার পাত্র (সম্পাদনা), সবং আঞ্চলিক ইতিবৃত্ত ,অরিন্দমস্, মেদিনীপুর, প্রথম প্রকাশ, ২০২১,পৃ-৭২-৭৩
4. O'Malley, ibid, p-10
5. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে, জিজ্ঞাসা লিমিটেড, ১৯৭৫,পৃ-২৯১-২৯২
6. G. A. Grierson, Linguistics Survey of India, Vol-V, Part -II, Motilal Baranasi Das, New Delhi, 1903,p-369 ।
7. C. F Hockett, A Course In Modern Linguistics, MacMillan Company, New York, 1958,P-22-24
8. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে, জিজ্ঞাসা লিমিটেড, ১৯৭৫,পৃ-৩।
9. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সংক্ষিপ্ত ভাষা প্রকাশ বাঙ্গলা ব্যাকরণ , বেঙ্গল পাবলিসার্স, কলকাতা , ১৯৪৫,পৃ ১৯ ।
10. S. K. Chaterjee, A Bengali Phonetic Reader, University  of London Press Ltd,1928,p-7
11. শুভাশিস আচার্য, অবিভক্ত দক্ষিণ পশ্চিম মেদিনীপুরের বাংলা ভাষা ও উত্তর পূর্ব ওড়িয়া ভাষার সংযোগ, গবেষণা নিবন্ধ, শোধগঙ্গা, পৃ-১১১।
12. T. G. Tushar, Introduction of natural history of Language, Blackie & sons Ltd, London, 1908,p-306
13. ড. নির্মল বেরা ,উপভাষাতত্ত্ব ও বাংলা উপভাষা, রূপম প্রকাশন, পাবনা, ২০১৬,পৃ-৯১
14. সুব্রত চক্রবর্তী, দক্ষিণ-পূর্ব মেদিনীপুরের সুহ্মক বাংলা :পরিচয় ও তুলনামূলক পর্যালোচনা,শোধযগঙ্গা,পৃ৬০
15. অনিমেষকান্তি পাল, বাংলাভাষা: পুব-পশ্চিম এবং মুশায়েরা, কলকাতা -৭৩,২০০৯,পৃ-১১০
16. Mark aronof & Kristen Fundeman, What is Morphology, Backwall publishing, 2005,2nd ed, P-2-3
17. তদেব, পৃ-২-৩
18. ড. রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, বাং -১৩৯৯,২য় সং, পৃ-৪০৩।
19. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাষা প্রকাশ বাঙ্গলা ব্যাকরণ , কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় , ১৯৪২,পৃ-৪২৮

CC BY NC